দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

আজ রাজশাহী ভার্সিটি খুলছে □ ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘটের ডাক

রাঃবিঃ রিপোর্টার ঃ নিরাপত্তাহীন ও ভীতিকর পরিবেশে আজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। গতকাল হলসমূহ খুলে দেয়া হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের আগমন ছিল খুবই নগণ্য। প্রতি হলে গড়ে মাত্র ১৫ জন। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য আজ থেকে ক্যাম্পাসে তিন দিনের সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক, পেশাজীবী, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও অভিভাবক মহলের পক্ষ থেকেও এই ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন বাজারে ছাত্র-গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের দীর্ঘ ৩১ দিন পর আজ ক্যাম্পাস খুলছে। গতকাল থেকেই হলসমূহ খুলে দেয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও গ্রামবাসীদের সাথে ছাত্রদের সুসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হলো। ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে এখনো আক্রমণাত্মক মনোভাব রয়েই গেছে। নিরীহ ছাত্রদের উপর তারা যে কোন সময় প্রতিশোধ নিতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। গতকাল (সোমবার) মেহেরচণ্ডী এলাকার কতিপয় যুবক আক্রমণাত্মকভাব নিয়ে ক্যাম্পাসে বিচরণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে যে দু'চার জন ছাত্র ক্যাম্পাসে এসেছে তাদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। হলে আসা ছাত্রছাত্রীরা চরম নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছে। গতকাল বিকেল পর্যন্ত মাদার বখস হলে ২০ জন, জিয়া হলে ৫ জন,

সোহরাওয়ার্দীতে ১০, জোহায় ১৫, আমীর আলীতে ১১, বাংলা হলে ১৪, এসএম হলে ১৭ এবং লতিফ হলে ১৫ জন উঠেছে। ছাত্রীদের মধ্যে তাপসীতে ৫, রোকেয়াতে ১২, খালেদা জিয়াতে ৬ এবং মন্নুজান হলে ১১ জন এসেছে। হলে আসা ছাত্রছাত্রীদের মৌখিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন ও মেহেরচণ্ডী এলাকায় না যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ছাত্র ধর্মঘট

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের ক্ষতিপূরণ এবং মহানগর ছাত্রদল সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয় শিবির সভাপতিসহ সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠনের সকল নেতা-কর্মীর নামে জননিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য আজ থেকে ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট আহবান করেছে।

নগরীর সোনাদীঘি মোড়স্থ বিএনপি কার্যালয়ে গত রবিবার রাতে ছাত্রঐক্যের এক জরুরী সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র পরিষদ ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বললেও ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের ব্যাপারে তারা কিছুই বলছে না।

অনাবাসিকদের বিড়ম্বনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাবাসিক ছাত্র যারা মেহেরচণ্ডীতে বিভিন্ন মেসে থাকত তারা চরম বিড়ম্বনায় পড়েছে। যদিও কর্তৃপক্ষ বলেছে, অনাবাসিক ছাত্ররা নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট হলে কোন আবাসিক ছাত্রের অতিথি হিসেবে অবস্থান করতে পারবে। কিন্তু দেখা গেছে, অনেক অনাবাসিক ছাত্র এসে হলে উঠতে না পেরে ফিরে যাচ্ছে। কারণ তাদের পূর্বপরিচিত কোন আবাসিক ছাত্র নেই। সামনে পরীক্ষা থাকায় বিপাকে পড়েছে অনেকে। তাছাড়া মেহেরচণ্ডীর মেসে অবস্থানকারী ২ হাজারের বেশী ছাত্রের থাকার কোন সুব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ আজও করতে পারেনি। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে গতকাল বিনোদপুর বাজারে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।